ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 61 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২১৭ ● কলকাতা ● ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১০ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 24

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তাঁর বলাতেও এক তাল ছিল, নাদ ছিল, যেরকম আমি ঐ ঝরণাতে অনুভব করেছিলাম। মনে খুব ভাল লাগত। কখন কখন এরকম লাগত তিনি যা বলছেন এবং তিনি না বলে যা করছেন, তা আলাদা আলাদা। এরকম লাগত, তিনি কথা বলার বাহানায়, বৃক্ষের বিশেষত্ব বলার বাহানায় আমার চিত্ত সর্বদা নিজের উপর রাখছেন। তিনি কি করছিলেন, তা নিশ্চিত কিছু বলতে পারব না- কেবল তাঁর সান্নিধ্যে আমার মনকে ভরে দিয়েছিল।

তাঁর সাথে বৃক্ষের বিশেষত্ব জানার কারণে আমি প্রকৃতির বেশী কাছে যেতে পেরেছি, প্রকৃতিকে বেশী বুঝতে পেরেছি।

ক্রমশঃ

পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভয়ার মা-বাবার ডাকে শনিবার নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিল কলকাতা মহানগরী। পার্ক স্ট্রীট, ধর্মতলা,ডরিনা ক্রসিং এইসব এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের খন্ড যুদ্ধ বাঁধে। পুলিশের লাঠির ঘায়ে আহত হন একের পর এক আন্দোলনকারী। অভয়ার মা লাঠির ঘায়ে আহত হন।আন্দোলনকারীরা যেমন গার্ডরেল বেয়ে উঠতে থাকে, তেমনই গার্ডরেল দিয়ে ধাক্কা মেরেই পাঁচিল সমান ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে। নবান্ন অভিযানে পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ করে বিজেপি। দলের বিধায়কদের নিয়ে পার্ক স্ট্রিটে অবস্থানে বসে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে রয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল।যতক্ষণ আর জিকরের ডাক্তারি পড়ুয়ার মা চাইবেন, ততক্ষণ এই অবস্থান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।এ দিন মিছিল করে ডোরিনা ক্রসিংয়ের দিকে যাওয়ার পথে পার্ক স্ট্রিটে শুভেন্দুদের আটকে দেয় পুলিশ। মিছিল আটকাতেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এর পরেই পার্ক স্ট্রিটে ফ্লাইওভারের নীচে বসে পড়েন

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

কোচবিহারে দিনদুপুরে গুলি করে হত্যা, আহত আরও এক

হরেকৃষ্ণ মন্ডল

দিনদুপুরে দুষ্কৃতিদের গুলিতে নিহত হলেন যুব তৃণমূলের এক কর্মী। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহার জেলার ২ নম্বর ব্লকের পুন্ডিবাড়ী থানার অন্তর্গত ডোডেয়ার হাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবক অমর রায়, তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলে এবং তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী।

ঘটনা আজ দুপুরের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অমর রায় কিছু বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সেই সময় দুই থেকে তিনজন দুষ্কৃতি বাইকে চেপে এসে খুব কাছ থেকে অমর রায়কে লক্ষ্য করে মাথায় গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। এসময় অমরের এক বন্ধুর পায়ে গুলি লাগে, তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে কোচবিহার এম.জে.এন. মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দুষ্কৃতিরা পরিকল্পনা করেই এই হামলা চালিয়েছে। অমর রায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর তারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে চালাতে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে, দোকানপাট তড়িঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগেই একই এলাকায় তৃণমূল নেতা ও কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ রাজু দে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। ফের একই ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি দিনের বেলায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার গাফিলতিকে দায়ী করেন। এছাড়া হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে আহত যুবকের খোঁজখবর নেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। তিনি জানান, ঘটনায় যুক্ত দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রে ভোটের আগে ১৬০ সিটে জিতিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি', বিস্ফোরক দাবি পওয়ারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নাগপুর: ভোটার তালিকায় 'জালিয়াতি' নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাহুল গান্ধির দ্বৈরথের মধ্যে মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোট নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বর্ষীয়ান মরাঠা নেতা শরদ পওয়ার। শনিবার (৯ অগস্ট) নাগপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এনসিপির (এসসিপি) সুপ্রিমো বলেন, 'মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটের আগে দুই ব্যক্তি আমার কাছে এসেছিলেন। রাহুল গান্ধির সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দ্বৈরথ যখন জাতীয় রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ঠিক তখনই মহারাষ্ট্রের বিধানসভার ভোট নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন শরদ পওয়ার। এদিন সাংবাদিক

এরপর ৪ পাতায়

গঙ্গার ঘাট পরিদর্শনে জেলাশাসক

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ

নবদ্বীপের বিভিন্ন গঙ্গার ঘাট ও তার জলস্তর এবং ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সিঞ্জন শেখর। উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ থানার আইসি জলেশ্বর তেওয়ারি, নবদ্বীপ পৌরসভার পৌর পতি বিমান কৃষ্ণ সাহা। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার প্রচুর ভক্তের সমাগম হয় নবদ্বীপের বিভিন্ন ঘাটে। বিভিন্ন ঘাটের জল নিয়ে বিভিন্ন শিব মন্দিরে বাবার ভক্তরা উপস্থিত হয়। নবদ্বীপের সমস্ত ঘাট গুলোতে গঙ্গার জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঁশ দিয়ে সমস্ত জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দুদিন আগে একটি বাচ্চা শিশু প্রাণ হারায় এই ভরা গঙ্গায় ডুবে গিয়ে। সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে ৯ আগস্ট শনিবার দুপুরে পরিদর্শনে আসেন নদীয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক। নবদ্বীপের সমস্ত ফেরি ঘাটে র নৌকো চলাচল রাত্রি দশটার পর থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিশেষ কারণে জরুরী পরিষেবা খোলা থাকবে। নবদ্বীপ ভাগীরথী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি সেচ দপ্তর অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভাগীরথীর বিপদ সীমা ৮. ৪৪, চরম বিপদ সীমা ৯. ০৫মিটার, বর্তমান জল স্তর ৮. ৮৯মিটার। টানা বৃষ্টির ফলে নবদ্বীপের সমস্ত নিচু জায়গায় জলে ভর্তি। প্রবল বর্ষণের ফলে নবদ্বীপ পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলবাগান এলাকার ৫০ টি বাড়ি জলবন্দী। গৌরাঙ্গ সেতু এলাকার নিচু জায়গায় জলে প্লাবিত হয়ে আছে। শুক্রবার এবং শনিবার বৃষ্টি না হওয়ার ফলে সাময়িক স্বস্তির মুখ দেখছেন নবদ্বীপের মানুষ। নবদ্বীপ ব্লক এবং শহরের সমস্ত জলাশয় জলে পরিপূর্ণ। বৃষ্টি না হলে একমাত্র রক্ষা পাবে বন্যার হাত থেকে মানুষ। দুদিন বৃষ্টি না হওয়ার ফলে সামান্য জল কমেছে।

(১ম পাতার পর)

পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল-সহ বিজেপির একাধিক বিধায়ক, নেতা-কর্মী। সেখানে বসেই একের পরে এক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। পুলিশের বিরুদ্ধে বিজেপি বিধায়কদের মারধরের অভিযোগ তাঁর।শুভেন্দুর দাবি, ১০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন।

তাকে ইএম বাইপাসের ধারে এটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে পার্ক স্ট্রিটে এদিনে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান আগামী দিন আন্দোলন আরো তীব্রতর হবে। আগামী দিন তার উদ্দেশ্য একটাই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাক্তন করা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে(Abhisekh Bandopadhay) জেলে পোড়া। এরপরই শুভেন্দু কলকাতার পুলিশ কমিশনারের নাম নিয়ে বলেন মনোজ ভার্মাকে(Manoj Verma) যেখানে ঢোকানোর ঢোকাবো। তারপরই হাতে মাইক ধরে প্রকাশ্যে পার্ক স্ট্রিটের(Park Street) রাস্তায় দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় পুলিশ কমিশনারের নাম নিয়ে গালমন্দ করেন শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিরোধী দলনে তাকে এও বলতে শোনা যায়, অভয়ার মা-বাবা যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাতে অংশগ্রহণ করেননি জুনিয়র চিকিৎসকরা। শনিবার অভয়ার মা-বাবার ডাকে নবান্ন অভিযান ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড। শুভেন্দু অধিকারী (Subhendu Adhikari) পথে নামতেই বাধা পুলিশের। তিলোত্তমার মা-বাবাকে নিয়ে ডোরিনা ক্রসিংয়ে পৌঁছন শুভেন্দু অধিকারী। তবে প্রতি পদেই বাধা পান তাঁরা। একদিকে, শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতৃত্বকে যখন আটকাতে মরিয়া পুলিশ, সেই সময় পুলিশকে এড়াতে অন্য রুটে এগোতে থাকেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শেষে বাধা পেয়ে পার্ক স্ট্রিটেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে পড়েন। নবান্ন অভিযান আটকাতে ত্রি-স্তরীয় ব্যারিকেডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে। আন্দোলনকারীরা সেই ব্যারিকেড টপকে এগিয়ে যাওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা করেন। শুভেন্দু অধিকারীও ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সংঘর্ষে আহত হন এক মহিলা।কার্যত পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি শুরু হয়। পার্ক স্ট্রিটের মুখে পুলিশ আন্দোলনকারীদের পথ আটকে দেয়। আন্দোলনকারীরা গার্ডরেল ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করেন। বাধ্য হয়ে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। আটক করা হয় একাধিক আন্দোলনকারীকে। পুলিশকে মারধর করতেও দেখা যায়। নিউমার্কেট এলাকায় এক পুলিশ কর্মীর মাথা ফেটে যায়।

ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যার প্রবণতা প্রতিরোধের জন্য জাতীয় টাস্ক ফোর্সের নতুন ওয়েবসাইট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এবং আত্মহত্যার প্রবণতাকে প্রতিহত করতে জাতীয় টাস্ক ফোর্স আজ আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ওয়েবসাইটের সূচনা করেছে। প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী রবীন্দ্র ভাটের নেতৃত্বে টাস্ক ফোর্সটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য গঠন করা হয়েছে। এই কর্মীগোষ্ঠী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে বিভিন্ন বিষয় সুপারিশ করেছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জানান, সুপ্রিম কোর্ট এই টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। এটি দেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করবে। উচ্চশিক্ষা

এরপর ৫ পাতায়

দিদি তিন-তিনবার আশীর্বাদ করেছেন..', মান-অভিমান মিটল কল্যাণের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একবার নয়, তিন-তিনবার কথা হয়েছে দিদির সঙ্গে...ঠিক আছে?' ঠিক এইভাবেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েকদিন ধরে কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে দলের অন্দরে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাম না করে বার্তা দিয়েছিলেন, "দলের শৃঙ্খলাভঙ্গ কোনও মতেই বরদাস্ত করা হবে না।" এরপর আজ কল্যাণ সাংবাদিকদের কার্যত বুঝিয়ে দিলেন সব মান-অভিমান মিটে গিয়েছে তাঁর।বিগত কয়েকদিন ধরে মহুয়া ও কল্যাণের দ্বন্দ্ব নিয়ে কম আলোচনা হয়নি রাজনীতির অলিগলিতে। এমনকী, লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ। সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন মমতা। মহুয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। রাগের মাথায় বলে বসেন নিজের দলের অর্ধেক সাংসদই উপস্থিত থাকেন না। শেষে এই ঝামেলায় মধ্যস্থতা করেন অভিষেক। প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা হয় তাঁদের মধ্যে সেটা নিজেই জানান সাংসদ। এরপর প্রশ্ন উঠছিল এবার কি মিটবে কল্যাণের অভিমান? সেই উত্তর নিজেই দিলেন সাংসদ। হাসিমুখে জানালেন দিদি তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন। অর্থাৎ মান-অভিমান যে দলের সঙ্গে মিটেছে তা এ দিন কল্যাণের গালভর্তি হাসি দেখেই বলেই দিচ্ছেন রাজনীতির কারবারিদের একাংশ।শনিবার রাখি। সেই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন কল্যাণ। সাংসদ নিজেই জানান সে কথা। এরপর তিনি বলেন, "দিদিকে প্রণাম জানিয়েছি, দিদি তিনবার আশীর্বাদ করেছে। একবার নয় বরং তিনবার আশীর্বাদ করেছে দিদি।" একই সঙ্গে অনুতপ্তও হয়েছেন তিনি। নিজেই বলেন, "আননেসেসারি নারীর জন্য নষ্ট করছি। তার জন্য অনেকের কাছে খারাপও হয়ে যাচ্ছি। দিদিকে অনেক উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছি। এটা না বললেই হয়ত ভাল হতো।"

সম্পাদকীয়

পার্কস্ট্রিটে ধুন্ধুমার ! বাধা পেয়ে পথেই বসলেন শুভেন্দু

নবান্ন অভিযান ঘিরে রণক্ষেত্র কলকাতা। আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পর ঠিক ৯ অগাস্টই মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘৃণ্য অপরাধের সুবিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন মৃতা চিকিৎসকের মা-বাবা। সেই মিছিল ঘিরেই ধুন্ধুমার শহর জুড়ে। অভিযানে অভয়ার মা-বাবা , পরিবার ছাড়াও রয়েছেন সাধারণ মানুষ ও বিজেপি সমর্থকরা।

নিহত চিকিৎসকের মা-বাবার অভিযোগ, তাঁদের দু'জনকেই মারা হয়েছে ধর্মতলায়। ' আমাকে মারা হয়েছে। এই আমার হাতের শাঁখা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই কপালে মারা হয়েছে। এই পিঠে মারা হয়েছে। রাস্তায় ফেলে রীতিমতো আমাকে ৪-৫ জন পুলিশ । কেন আমাকে মারা হল? কেন মেয়েকে খুন করা হল তাঁর কাজের জায়গায়? কেন তখন প্রশাসন তৎপর হল না? প্রশ্ন তুলেছেন অভয়ার মা। দলীয় পতাকা ছাড়াই যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

নবান্ন চত্বরে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। তাই সেখানে কোনও আন্দোলন করা যাবে না। আগেই জানিয়েছিল পুলিশ। তা সত্ত্বেও ব্যারিকেড ভেঙে নবান্ন অভিমুখে যাত্রা করেছে একের পর এক মিছিল। পার্ক স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং, হাওড়া ময়দান থেকে সাঁতরাগাছি , সব জায়গায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। লৌহকপাট সরিয়েই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মিছিল। সাঁতরাগাছিতে লোহার ব্যারিকেড শিকল দিয়ে বাঁধা। সেখানে ব্যারিকেডের উপরই উঠে পড়েছেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের তরফে 'শান্তি বজায় রাখুন', 'ডোন্ট ক্রস লাইন' লেখা ব্যানার থাকলেও, সে-সব তোয়াক্কা না করেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা চলতে থাকে।

আন্দোলনকারীদের আটকাতে পার্কস্ট্রিটে পুলিশ লাঠি চার্জ করে। অভিযোগ, রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে নবান্ন অভিযানের শুরুতেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বাধা দেয় পুলিশ। এরপর পার্কস্ট্রিটে বেঁধে যায় ধুন্ধুমার। বাধা পেয়ে রাস্তাতেই বসে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী।

বিক্ষোভ শুরু করেন বিরোধী দলনেতা সহ বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন, আহতদের বেশ কয়েকজনকে রেলের বিআর সিংহ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন আবার ভর্তি বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বহু জনকে আঘাত করা হয়েছে। আহত হয়েছেন বিধায়করা। নির্যাতিতার মা-বাবাকেও মারা হয়েছে। ডোরিনা ক্রসিংয়েও উত্তেজনা ছড়ায় । ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

দেবি কুল, এই দেবী কুল এর একটি অংশ নাগমাতা আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান। প্রাচীন একটি কাব্যগ্রন্থ, মনসা দেবীর ইতিকথা যতটুকু ইতিবৃত্ত করা আছে।সে কথাগুলো আজ এই লেখাতে সমৃদ্ধি না করলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।মঙ্গলকাব্য হল খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলায় রচিত মনসা ও অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক গাথাকাব্য। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মহারাষ্ট্রে ভোটের আগে ১৬০ সিটে জিতিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি', বিস্ফোরক দাবি পওয়ারের

সম্মেলনে তিনি নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কীভাবে মহারাষ্ট্রের ভোটের আগে দুই ব্যক্তি ১৬০ আসনে জিতিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তাও উল্লেখ করেন। যদিও ওই দুই ব্যক্তির পরিচয় ও চেহারার বিবরণ সম্পর্কে কিছু জানাতে চাননি বর্ষীয়ান মরাঠা নেতা।বিরোধী জোট মহা বিকাশ আগাড়িকে রাজ্য বিধানসভার ২৮৮ আসনের মধ্যে ১৬০ আসনে জিতিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাহুল গান্ধিকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কিন্তু রাহুল আমাকে বলেছিল বিষয়টিতে গুরুত্ব দেবেন না। আমরা সরাসরি সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছব।' বিহারে বিধানসভা ভোটের মুখে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী চালিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগের তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে ৬৫ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম। ওই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। গত ৫ অগস্ট এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট চুরির প্রমাণ প্রকাশ করেন রাহুল গান্ধি। তার পর থেকে একের পর এক প্রমাণ তুলে বিজেপিকে বিঁধে চলেছেন তিনি। অবিযোগ করেছেন, 'বিজেপির হয়ে ভোট লুট করছে নির্বাচন কমিশন।' যদিও ওই অভিযোগ খণ্ডন করে পাল্টা রাহুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন কমিশনের কর্তারা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁর শ্যামবর্ণা সঙ্গীর পৃথক উপাসনা কালীর বর্তমান মূর্তিরূপের উৎসরণ-এ একটি ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ঘটেছে। বজ্রযানের মূর্তিকল্পনা ও কালীমূর্তির বিবর্তন আলোচনায় পুরুষ ও প্রকৃতির নৈকট্য আসবে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রাস্তায় রাখি পরাচ্ছিলেন তৃণমূলের লাভলি, হঠাৎ সিপিএমের সুজনের আগমন, তারপর...

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোনারপুরের তেমাথায় এদিন পথচলতি সবাইকে রাখি পরাচ্ছিলেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র। পশ্চিমবঙ্গ যুবকল্যাণ দফতর ও সোনারপুর ব্লকের উদ্যোগে আয়োজিত রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সকাল থেকেই হাসিমুখে তিনি পথচলতি সকলকে রাখি পরাচ্ছিলেন। সেইসময় গাড়িতে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

সুজন চক্রবর্তীকে রাখি পরাচ্ছেন লাভলি মৈত্র

দেখা হওয়া মাত্রই লাভলি মৈত্র এগিয়ে এসে তাঁকে রাখি পরানোর প্রস্তাব দেন। রাজনৈতিক মতের ফারাক বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হাসিমুখে রাখি পরতে রাজি হন সুজন চক্রবর্তী। রাখি পরার পর মিষ্টিমুখও করেন। অনেকেই মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করেন এই দৃশ্য।

রাখি পরানোর পর হাসিমুখে দুই দলের দুই নেতা-নেত্রী

সিপিএম নেতাকে রাখি পরানোর পর লাভলি বলেন, "আগামিদিন যেন ভাল কাটে, সবার সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক বজায় থাকুক। আর সুজনবাবু যেন ভাল থাকেন, এই আমার প্রার্থনা।" একইসঙ্গে তিনি বলেন, "এটা আমাদের সম্প্রীতির বাংলা। সুজনবাবুর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইলাম। যাতে আগামিদিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আরও ভাল কাজ করতে পারি।"

প্রত্যুত্তরে সুজন চক্রবর্তীও রাখিবন্ধনের মূল মন্ত্র তুলে ধরেন। বলেন, "এই দিনে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে বোন রাখি পরায়। আর ভাই বোনের সুরক্ষার দায়িত্ব নেয়। রাজনীতি আমাদের পেশা, কিন্তু সম্পর্ক মানবিক।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ এই মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে বলেন, "এটাই বাংলার সংস্কৃতি। ভিন্ন মত হলেও হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয় না।"

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

(৩ পাতার পর)

ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মহত্যার প্রবণতা প্রতিরোধের জন্য জাতীয় টাস্ক ফোর্সের নতুন ওয়েবসাইট

দপ্তরের সচিব ডঃ বিনীত যোশী জানিয়েছেন, এই টাস্ক ফোর্সটিকে উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলি থেকে উত্তরণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, টাস্ক ফোর্স সেই বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করেছে।

নতুন এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, তাঁদের অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রধানদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আত্মহত্যা করেছেন, তাঁদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু এবং বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানিয়েছেন।

এই পোর্টালে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, বিভিন্ন অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তির ব্যবস্থাপনা সহ নানা বিষয়ে সমীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, সেইসব পেশাদার ব্যক্তিত্ব এবং অ-সরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সমীক্ষাগুলিতে অংশ নিতে চাইলে ntf.education.gov.in-এ ক্লিক করুন।

জঙ্গিদের গুলিতে নিহত দুই জওয়ান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শহিদ হয়েছেন দুই সেনা জওয়ান, আহত হয়েছেন আরও দু'জন। শনিবার নবম দিনে পা দিল 'অপারেশন আখাল'। বলা হচ্ছে, এই অপারেশন উপত্যকার দীর্ঘতম সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের মধ্যে অন্যতম। অভিযানের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত মোট ১০ জন নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন।একটি পোস্টে তারা জঙ্গিদের তল্লাশিতে ওপি মহাদেব চালুর কথা জানায়। পরে আরও একটি পোস্টের মাধ্যমে তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় জানায়, 'তীব্র গুলির লড়াইয়ে তিন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। অভিযান অব্যাহত রয়েছে'। এর আগে গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলায় ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সেদিন। নৃশংস জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল উপত্যকা। প্রাণ গিয়েছিল ২৬ জন সাধারণ মানুষের। ৭ মে পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাত হানে ভারত। অপারেশন সিঁদুর। ১৯৭১-এর পর প্রথমবার একযোগে তিন সেনা বাহিনীর হামলা পাকিস্তানের উপর। অপারেশন সিঁদুরের পরেই, জানানো হয়, বুধবার, রাত ১টা ৪৪ নাগাদ হামলা চালায় ভারতীয় বাহিনী। হামলা চালানোর পর সেনাবাহিনী বিবৃতিতে স্পষ্ট জানায়, পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত জঙ্গিঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালানো হয়েছে, যেখানে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং হামলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।ভারতীয় সেনার চিনার কর্পস জানিয়েছে, শহিদ জওয়ানরা হলেন ল্যান্স প্রীতপাল সিং এবং সিপাই হরমিন্দর সিং। চিনার কর্পস এক টুইটবার্তায় জানিয়েছে, 'জাতির সেবায় সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী সাহসী যোদ্ধা ল্যান্স প্রীতপাল সিং ও সিপাই হরমিন্দর সিংকে স্যালুট। তাঁদের সাহস ও নিষ্ঠা আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। ভারতীয় সেনা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শহিদদের পরিবারের পাশে রয়েছে। অভিযান অব্যাহত'।

উল্লেখ্য এই জঙ্গি দমন অভিযান গত ১ আগস্ট শুরু হয়েছিল। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ কাশ্মীরের আখাল এলাকার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনী চিরুনি তল্লাশি চালায়। তখন থেকেই সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। ইতিমধ্যেই পাঁচজনেরও বেশি সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে। সেনা সূত্রে জানা গেছে, অন্তত তিনজন সন্ত্রাসবাদী এখনও ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাকৃতিক গুহার মতো আস্তানায় লুকিয়ে রয়েছে। ঘন জঙ্গল, পাথুরে এলাকা ও গুহার মতো আশ্রয় সেনার অভিযানে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রোন, হেলিকপ্টার ও প্যারা কমান্ডো ব্যবহার করে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ চলছে। অভিযান শুরুর পর থেকেই এলাকায় তীব্র গুলি বিনিময় ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। সেনার মুখোমুখি হচ্ছে অত্যাধুনিক নাইট-ভিশন ডিভাইস ও লং-রেঞ্জ রাইফেল সজ্জিত লস্কর-ই-তইবা সন্ত্রাসবাদীরা। আখাল গ্রামের বহু বাসিন্দা নিরাপদ স্থানে সরে গেছেন। শিশু ও মহিলারা বিশেষভাবে আতঙ্কিত। জরুরি পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য স্থানীয় প্রশাসন নোডাল অফিসার নিয়োগ করেছে।প্রসঙ্গত, পহেলগাঁওয়ের হামলার পর জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। সেই হামলায় পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা ২৬ জন সাধারণ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তার পাল্টা অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি তছনছ করে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা। 'অপারেশন আখাল' শুরু হয় 'অপারেশন মহাদেব'-এর ঠিক পরদিন। পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের লস্কর জঙ্গিদের শ্রীনগরের দাচিগাম এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনী খতম করে। ২৯ জুলাই, 'অপারেশন শিব শক্তি'তে আরও দুই সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করা হয়। সব মিলিয়ে, ২২ এপ্রিলের হামলার পর থেকে প্রায় ২০ জন হাইপ্রোফাইল সন্ত্রাসবাদীকে নির্মূল করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। উল্লেখ্য, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এর আগে ভারতীয় সেনা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ যৌথভাবে অপারেশন মহাদেব শুরু করে। ভারতীয় সেনার চিনার কর্পস তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে অপারেশন মহাদেব সম্পর্কে তথ্যও দেয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশের যে সাহসী নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন, তাঁদের সাহসী মনোভাব দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে, যার মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে দেশের যে সাহসী নাগরিকেরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমরা তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাঁদের সাহসী মনোভাব দেশপ্রেমকে জাগ্রত করে, যার মধ্য দিয়ে অগণিত মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটে।"

সিনেমার খবর

অ্যামাজনের ১২০ কোটি ফিরিয়ে ইউটিউবেই মুক্তি 'সিতারে জামিন পার'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার আমির খানের আলোচিত সিনেমা 'সিতারে জামিন পার' অবশেষে মুক্তি পেতে চলেছে জনপ্রিয় ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ইউটিউবে। আগামী ১ আগস্ট থেকে দর্শকরা মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে ছবিটি দেখতে পারবেন।

ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেক্ষাগৃহে সাফল্যের পর অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর ১২০ কোটি টাকার অফারও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আমির খান। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ছবিটি যেন সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বের সব মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। সে লক্ষ্যেই এবার ওটিটির পরিবর্তে ইউটিউব সিনেমা অন ডিমান্ডে ছবিটি মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমির খান ও জেনেলিয়া ডি'সুজা অভিনীত 'সিতারে জামিন পার' প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই ছবিটি শুধু ইউটিউবেই দেখা যাবে এবং অন্য কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এটি মুক্তি পাবে না বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

দর্শকরা ১০০ টাকায় 'সিতারে জামিন পার' দেখতে পাবেন। এছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর এবং স্পেন-সহ মোট ৩৮টি দেশে স্থানীয় মূল্যে ছবিটি উপলব্ধ হবে। ভবিষ্যতে আমির খান প্রোডাকশনের আরও সিনেমা এই প্ল্যাটফর্মে আসবে বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ইউটিউবে ছবিটি আনার বিষয়ে অভিনেতা ও প্রযোজক আমির খান বলেন, 'গত ১৫ বছর ধরে আমি চেষ্টা করছি যারা প্রেক্ষাগৃহে যেতে পারেন না তাদের কাছেও যেন সিনেমা পৌঁছে যায়। অবশেষে সেই সময় এসেছে যখন সবকিছু একসঙ্গে ঠিকঠাক চলছে।'

'ভারতে ইন্টারনেটের ব্যবহারও খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিদিন বাড়ছে। ইউটিউব প্রায় প্রতিটি ডিভাইসে রয়েছে। এখন আমরা ভারতের বিশাল অংশে এবং বিশ্বের অনেক লোকের কাছে সিনেমা নিয়ে যেতে পারি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার স্বপ্ন সিনেমা সবার কাছে পৌঁছাবে, তাও সাশ্রয়ী মূল্যে। আমি চাই মানুষ যেন যখনই ইচ্ছে এবং যেখানে খুশি সিনেমা দেখতে পারে। যদি এই পদ্ধতিটি সফল হয়, তবে সৃজনশীল লোকেরা সীমানা বা অন্যান্য বাধা সম্পর্কে চিন্তা না করে বিভিন্ন গল্প বলতে সক্ষম হবে।'

১০০ কোটির সাম্রাজ্য, ব্যবসায়ও সফল কৃতি স্যানন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। অল্প সময়েই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পর্দায়। জায়গা করে নিয়েছেন বলিউডের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীদের মধ্যে। তবে অভিনয়ের মঞ্চ পেরিয়ে তিনি এখন একাধারে অভিনেত্রী, উদ্যোক্তা আর প্রযোজকও।

১০০ কোটির বেশি মূল্যের ব্যবসা সাম্রাজ্যের অধিকারী এই অভিনেত্রী। তার স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ডটি মাত্র দুই বছরে আয় করেছে ৪০০ কোটি টাকা। এই বছর কৃতি স্যাননের জন্য এটি দ্বৈত উদযাপন। অভিনেত্রী সম্প্রতি ৩৫ বছরে পা দিয়েছেন এবং তার বিউটি ব্র্যান্ড দুই বছরে পরিণত হয়েছে।

এর সঙ্গে, ব্র্যান্ডটি বাজারে ঠিক কতটা ভালো পারফরম করছে তাও প্রকাশ্যে এসেছে। তার প্রতিষ্ঠানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও তরুণ শর্মা জানিয়েছেন, দুই বছরে ৪০০ কোটি টাকা আয় করেছে এই ব্র্যান্ড।

ত্বকের যত্নের পাশাপাশি নিজের ফিটনেস অভিজ্ঞতাকেও ব্যবসায় রূপ দিয়েছেন কৃতি। তিনি ২০২২ সালে চালু করেন 'দ্য ট্রাইব'। মুম্বাইয়ের জুহুতে প্রথম শাখা খোলার পর ২০২৪ সালে বান্দ্রাতেও নতুন স্টুডিও চালু করেন তিনি। সেখান থেকেও আসে মোটা অঙ্কের আয়।

সুস্মিতা সেনের পুরনো সম্পর্ক কি জোড়া লাগল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন বারবার প্রেমে পড়েছেন। তবে সেই প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বারবার এসেছে বিচ্ছেদ। কোন অভিযোগ বা কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করে বিচ্ছেদে বরাবরই শান্ত থেকেছেন তিনি। রহমান শলের সঙ্গেও সেটাই হয়েছে।

রহমান শলের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে অনেক আগেই। তারপর সুস্মিতা জড়িয়েছিলেন ললিত মোদীর সঙ্গে সম্পর্কে। তবে রহমানের সঙ্গে প্রেম ভাঙলেও, রয়ে গিয়েছে বন্ধুত্ব। তাদের মধ্যে কোনও তিক্ততা নেই।

এদিকে সবাই যখন রহমানকে বিশ্বসুন্দরীর শুধুই প্রাক্তন বলে মনে করছেন, ঠিক তখনই রহমানের সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে চোখ আটকেছে নেটিজেনদের।

সুস্মিতার সঙ্গে একটি সাদা কালো ছবি পোস্ট করে রহমান লিখেছেন, 'আজ ৭ বছর হয়ে গেল। কিছু গল্প তাদের শিরোনামের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু সেই গল্পের অর্থ তার চেয়ে বড় হয় না! আমি তোমাকে দাবা শিখিয়েছিলাম, তুমি এখন আমাকে হাসতে হাসতে হারাতে পারো। তুমি আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিলে, জলে ভীতি ছিল, তুমি গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে এবং আমার জীবনের সেরা হেয়ারকাটের জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকি কী করে!'

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমরা ভয়, শক্তি, নিজেদের ভূমিকাও অদল বদল করেছি, আমরা এমন একটি বন্ধন খুঁজে পেয়েছি, যা সমস্ত পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রেমিক নয়, অপরিচিত নয়, বরং বিরল কিছু! তুমি এক সময়ে আমার সব থেকে নিরাপদ স্থান ছিলে, আজও আছো! আমাদের ভালোবাসা এবং সুন্দর বন্ধুত্বে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

রহমানের এই পোস্টের পর ফের নানা প্রশ্ন তুলছেন নেটিজেনরা। সুস্মিতার সঙ্গে তার পুরনো সম্পর্ক জোড়া লাগল? ফের এক হলেন সুস্মিতা এবং রহমান? প্রসঙ্গত, রহমানের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল সুস্মিতা সেনের মেয়েদের। ২০১৮ সালে সুস্মিতা এবং রহমান ডেটিং শুরু করেছিলেন। সুস্মিতার দুই মেয়েকে নিয়ে একাধিক পোস্ট করতে দেখা যেত রহমানকে। কিন্তু ২০২১ সালের ডিসেম্বরে তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায়।

লাস ভেগাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শহর লাস ভেগাসে। মঙ্গলবার ইএসপিএন ও মেক্সিকোর টিভি নেটওয়ার্ক টিউডিএনসহ একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

আগামী বছরের ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই জমকালো আয়োজনে নির্ধারিত হবে ফুটবল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিশ্বকাপের গ্রুপ বিন্যাস। এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে রেকর্ড ৪৮টি দল, যাদের ভাগ করা হবে ১২টি গ্রুপে- প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল।

বিশেষত্ব হলো, লাস ভেগাস ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ড্র-এর আয়োজক শহরও ছিল, যদিও সে সময় শহরটি কোনো ম্যাচ আয়োজন করেনি। ২০২৬ সালেও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে- ম্যাচ না হলেও ড্র অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুদায়িত্বে থাকছে এই নৈশজীবনসমৃদ্ধ শহরটি।

প্রথম দিকে ড্র ভেন্যু হিসেবে আলোচনায় ছিল 'দ্য ফিয়ার'- ২০২৩ সালে চালু হওয়া ১৭,৫০০ আসনের অত্যাধুনিক মাল্টিমিডিয়া স্টেডিয়াম। তবে ইএসপিএনের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা গেছে, এই ভেন্যুতে ড্র অনুষ্ঠান আয়োজন বাতিল করা হয়েছে।

নতুন ফরম্যাট, নতুন রোমাঞ্চ

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলে আসছে বড় পরিবর্তন। ৩২ দলের বদলে এবার খেলবে ৪৮টি দল। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল এবং সেরা আটটি তৃতীয় দল পৌঁছাবে নকআউট পর্বে, যেখানে ৩২টি দল লড়বে শিরোপার জন্য।

উদ্বোধনী ম্যাচ: ১১ জুন ২০২৬, অ্যাজটেকা স্টেডিয়াম, মেক্সিকো সিটি

ফাইনাল ম্যাচ: ১৯ জুলাই ২০২৬, মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র

এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া দলগুলো:

আয়োজক: যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা

এশিয়া: জাপান, ইরান, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া

দক্ষিণ আমেরিকা: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর

ওশেনিয়া: নিউজিল্যান্ড

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা আগেই জায়গা করে নিয়েছে চূড়ান্ত পর্বে। তবে ড্রয়ের সময় সব দল এখনো নির্ধারিত হবে না- শেষ কয়েকটি জায়গা নির্ধারণ হবে ২০২৬ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য আন্তঃমহাদেশীয় প্লে-অফের মাধ্যমে।

লাস ভেগাসে হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র শুধু গ্রুপ নির্ধারণ নয়, বরং ফুটবলে এক নতুন যুগের শুরু। নতুন ফরম্যাট, নতুন দল আর নতুন সম্ভাবনায় এটি হতে যাচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও রঙিন বিশ্বকাপ।

গ্যালারিতে বার্তা, হ্যাটট্রিকে ডুরান্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাহাল আব্দুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, জেসন কামিংস, লিস্টন কোলাসো। একসঙ্গে ছন্দে থাকলে যে কোনও প্রতিপক্ষই সমস্যায় পড়তে বাধ্য। তা আরও একবার টের পেল ডায়মন্ডহারবার এফসি। ডুরান্ড কাপ সবচেয়ে বেশিবার জয়ের রেকর্ড মোহনবাগানের। প্রথম বার এই টুর্নামেন্টে খেলছেন ডায়মন্ডহারবার এফসি। অভিষেক মরসুমেই তাক লাগিয়ে দেওয়া পারফরম্যান্স। প্রথম দু-ম্যাচেই বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল তারা। মোহনবাগানের সামনে অবশ্য খাবি খেতে হল। শেষ অবধি বিশাল ব্যবধানে জয়। গ্রুপ সেরা হয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান।

গত কয়েক দিন ধরেই বাংলা ও বাংলাদেশী ভাষা বিতর্কে উত্তাল দেশ। বাংলা ভাষার সমর্থনে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তার আঁচ পড়েছে খেলার মাঠেও। ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের পর মোহনবাগান গ্যালারিতেও। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখোমুখি হয় মোহনবাগান ও ডায়মন্ডহারবার এফসি। ইস্টবেঙ্গলের পর এবার মোহনবাগান গ্যালারিতেও প্রতিবাদের ভাষা। বাংলা ভাষার সমর্থনে টিফো সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

মাঠের পারফরম্যান্সেও দুর্দান্ত মোহনবাগান। ফাইভস্টার পারফরম্যান্স যাকে বলে। শুরু থেকে প্রতিপক্ষ ডায়মন্ডহারবার এফসিকে কোনও সুযোগই দেয়নি মোহনবাগান। ডায়মন্ডহারবার এফসি আরও বেশি চাপে পড়ে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। লিস্টন কোলাসো বল নিয়ে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে লিস্টনকে বক্সে ট্যাকল করেন নরেশ। ম্যাচের ৫০ মিনিটের ঘটনা। ডিরেক্ট রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় নরেশকে। পেনাল্টি থেকে গোল লিস্টনে। এ বারের টুর্নামেন্টে সব মিলিয়ে পঞ্চম গোল লিস্টন কোলাসোর। পেনাল্টিতে দ্বিতীয় গোল।

ম্যাচের ৮০ মিনিটের মধ্যেই পাঁচ গোল দেয় মোহনবাগান। স্কোরশিটে নাম রয়েছে-অনিরুদ্ধ থাপা, জেমি ম্যাকলারেন, সাহাল আব্দুল সামাদ, লিস্টন কোলাসো, জেসন কামিংস। শেষ অবধি ৫-১ ব্যবধানেই জয়। ডায়মন্ডহারবার এফসির গোলপার্থক্য অনেকটা প্রভাব পড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই যা চাপের। অন্য গ্রুপের রেজাল্টেও নির্ভর করবে ডায়মন্ডহারবার এফসির কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR